সংবাদ

23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বিশেষ নজরদারিতে চবির হলসহ অর্ধশত মেস

প্রতিনিধি, চবি (চট্টগ্রাম)

বিশেষ নজরদারিতে রাখা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সকল আবাসিক হল। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত ব্যক্তি মালিকানাধীন আবাসিক এলাকা ও শিক্ষার্থীদের মেসগুলোতেও রয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, চবি এলাকার প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থীদের মেসেই নজর রাখা হচ্ছে। এর মধ্যে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে ১৫ থেকে ২০টি মেসে। নজরদারিতে রয়েছে রয়েছে চবির বেশ কিছু শিক্ষকও। বিভিন্ন মেস ও চবির দক্ষিণ ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের বাসায় কারা যাতায়াত করেন। কখন আসে কখন বেরিয়ে যায় এসব থাকছে সাদা পোশাকধারীদের নজরে। গোয়েন্দাদের সন্দেহের তালিকায় রয়েছে মেয়েদের আবাসিক হলগুলোও। খোঁজখবর রাখা হচ্ছে কোন মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কোন সংগঠনের সাথে জড়িত। নিয়োমিত হলে থাকছে কিনা।

আরোও খোঁজ রাখা হচ্ছে মেয়েরা কে কোথায় টিউশনী করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে কড়া নজরদারি থাকলেও গোয়েন্দাদের টার্গেট ব্যক্তি মালিকানাধীন মেসগুলো। অনুসন্ধানে জানা গেছে, গুলশান হামলার মাস্টারমাইন্ড জঙ্গি নুরুল ইসলাম ফাহাদ ওরফে মারজান এবং হিজবুত তাহারীর আলোচিত কর্মী ফারাবী কখনো হলে থাকেনি। তারা দু'জনেই ক্যাম্পাসে শিবিরের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল। মারজান কিছু দিন অবস্থান করেছে চবি এলকার আল হেরা কটেজে (আবাসিক মেস)। ফারাবী থাকতো চবির দুই নম্বর গেট এলাকায় 'উত্তরা' কটেজে। একাধিক সূত্র জানায়, পুলিশ ও গোয়েন্দারা সংশ্লিষ্ট মেসগুলোর মালিকদের সঙ্গে কথা বলে মেসের বর্ডারদের নাম, গ্রাম, পিতা-মাতা নাম ও মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আল হেরা কটেজের এক ছাত্র জানায়, 'মারজান ইস্যুর পর থেকেই পুলিশের লোকজন আমাদের মেসে আসছে। এসে ছাত্রদের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করছে।

মারজান সম্পর্কে কারো কাছে কোন তথ্য আছে কিনা সেটাও জানতে চায় পুলিশ। তবে পুলিশের আচরণ সব সময় বন্ধুসুলভ ছিল বলেও তিনি জানান। জানা গেছে, চবির ছাত্র হলগুলো থেকে আবাসিক ছাত্রদের ডাটা সংগ্রহ করা প্রায় শেষ। অনাবাসিক ছাত্র কিন্তু হলে অবস্থান করছে এমন ছাত্রদের বিষয়ে বেশি খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে। কত নং কক্ষে অবস্থান করছে। কার অধীনে থাকছে। এছাড়া পূর্বে ছাত্রশিবিরের সঙ্গে জড়িত ছিল এখন অন্য কোন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আছে কিনা এমন শিক্ষার্থীদেরও খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। নজরদারি প্রসঙ্গে হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন জাহাঙ্গীর বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের অনুমতি দেয়ায় রয়েছে। পুলিশ চবি এলাকার যে কোন জায়গায় যে কোন সময় অভিযান চালাতে পারবে। সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। হল ও ব্যক্তি মালিকানাধীন মেসগুলোতে আগে থেকেই নজরদারি ছিল। এখন আরো বাড়ানো হয়েছে। জঙ্গি তৎপরতায় কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।'